দৈনিক ইনকিলাব

02 OCT 1987

144

শিক্ষাঙ্গন

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দীনিয়াত শিক্ষা

দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের তৃতীয় শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত দীনিয়াত শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। সাবেক আমল থেকে এ ব্যবস্থা প্রবর্তিত রয়েছে। মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করার মানসেই এ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়।

যে উদ্দেশ্যে এ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়, সূচনালগ্ন থেকে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। কেননা, বিদ্যালয়সমূহে উক্ত বিষয়ের পাঠদানের কোন ব্যবস্থা আজও প্রবর্তিত হয়নি। বিদ্যালয়সমূহের প্রায় প্রতিটিতেই শিক্ষক স্বল্পতা বিরাজ করছে। এমনও বিদ্যালয় রয়েছে যেগুলোতে ২/১ জনের বেশী শিক্ষক নেই। অথচ ঐ শিক্ষকদের আরবী জ্ঞানও নেই। আবার, বহু বিদ্যালয়ে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী শিক্ষক রয়েছেন। এমতাবস্থায় সপ্তাহে একদিনও দীনিয়াত শিক্ষা দেয়া তাদের কাছে সম্ভব হয় না। বছর শেষে পরীক্ষার খাতিরে বহু বিদ্যালয়ে কিছু কিছু বিষয় চাপিয়ে দিয়ে— পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

পল্লী এলাকার মক্তবসমূহে দীনিয়াত শিক্ষা দেয়া হয়। কিন্তু ঐ সব বিদ্যালয়ে সিস্টেম মাফিক মোটেই শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা নেই। এতে মক্তবসমূহে গিয়েও তারা মোটেই লেখা-পড়া করতে পারে না।

আরবী ঐশী ভাষা। ঐ ভাষা মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের যে গোড়া থেকেই শিক্ষাদান একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু বিদ্যালয়ে আরবী শিক্ষা না থাকায় তারা পাঠ্য পুস্তক থাকলেও ঐ বিষয়ে মোটেই শিক্ষালাভ করতে পারে না। আমাদের মতে, প্রতিটি বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষার জন্য একজন এফ, এম, শিক্ষক নিয়োগ করা একান্ত অপরিহার্য। বিদ্যালয়সমূহে মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে মসলা-মছাঈল থেকে আরম্ভ করে কোরান শরীফের সূরা ফিল থেকে আলহামদ পর্যন্ত বিশুদ্ধভাবে শিখে নিতে পারে তার ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। তাহলে প্রাথমিক স্তরে ধর্মীয় পুস্তক পাঠ্যসূচী প্রবর্তন করা সার্থক হবে বলে আমরা মনে করি।

প্রতিটি বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় এবতেদায়ী মাদ্রাসার প্রবর্তন করতে হবে। তাহলে ছাত্র-ছাত্রীরা বাংলা শিক্ষার সাথে সাথে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারবে। আজকাল মাদ্রাসাসমূহে এবতেদায়ী মাদ্রাসা চালু রয়েছে। অন্যান্য স্থানে এখনও উক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়নি। এবতেদায়ী শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামী জিন্দেগীর ভিত্তি সৃষ্টি করেছে সন্দেহ নেই। আজকাল দীনিয়াতের সূরাসমূহ রাস্তাঘাটে পড়ে থাকতে দেখা যায়। এমনকি মুদীর দোকানসমূহে দীনিয়াত বই-এর পাত্র-পণ্য বিক্রিতে ব্যবহার করা হয়। আল্লাহতায়ালা ঘোষণা করেছেন, "লা ইয়া-মাছ্ছুহু ইল্লাল মুতাহ্ হারুন"— অর্থাৎ বিনা অজুতে স্পর্শ কর নিষেধ। তাহলে, আল্লাহর কালাম পাকের এটা কি অবমাননা নয়? আমাদের মতে, বছরের শেষে শিক্ষক কর্তৃক ঐ বই সংগ্রহ করে নিয়ে সযত্নে রাখা উচিত।

মোট কথা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন এফ, এম, বা একজন কারি বাধ্যতামূলকভাবে নিয়োগ করলেই আরবী শিক্ষার সুব্যবস্থা হবে বলে আমরা আশা করছি।

—আবু মোহাম্মদ আদীল